দারিদ্র হ্রাস

রাজনীতিকদের অনাগ্রহ

পিআরএসপি সম্পর্কে দেশের রাজনীতিবিদ এবং রাজনৈতিক দলগুলো কোনো কর্মসূচি নেয়নি। এ বিষয়ে তাদের অনীহা নাগরিক সমাজের ও বেসরকারি পর্যায়ের উদ্যোগকে শেষ পর্যন্ত ব্যর্থতায় পর্যবসিত করতে পারে।... লিখেছেন **জয়ন্ত আচার্য** ও **সাকিলা জেসমিন**

দারিদ্র্য হ্রাসের কৌশলপত্র নিয়ে সরকারের উদ্যোগ যাই হোক না কেন নাগরিক সমাজ এ বিষয়ে মোটামুটি সক্রিয় হয়ে উঠেছে। কারণ নাগরিক সমাজের বা সুশীল সমাজের সক্রিয় অংশগ্রহণ ছাড়া পিআরএসপি কার্যত ফলপ্রসূ হবে না। আর নাগরিক সমাজের উদ্যোগটাও সে কারণেই। কারণ এখন পর্যন্ত পিআরএসপি প্রণয়নে নাগরিক সমাজকে সেভাবে সম্পৃক্ত করা হয়নি। যেটুকু হয়েছে তাতে নাগরিক সমাজের মতামতের একটি পূর্ণাঙ্গ প্রতিফলন পাওয়া সম্ভব নয়। ফলে এটি অংশগ্রহণমূলক হতে পারে না। একইভাবে সারা দেশের বিভিন্ন পেশা, শ্রেণী, গোষ্ঠীর দারিদ্র্য ও এর প্রতিকার সম্পর্কে মনোভাব জানার ও তাদের অভিমত নেয়ার বিষয়টি কাগজে কলমেই থেকে যাচ্ছে। আইপিআরএসপি প্রণয়নে ২২টি কনসালটেশন হয়েছে বলে সরকারের তরফ থেকে জানানো হয়েছে। কিন্তু এসব কনসালটেশনের অনেকগুলোই হয়েছে দায়সারা গোছের। ফলে এগুলোর গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন থেকেই যাচ্ছে। সবচে' গুরুত্বপূর্ণ হলো সরকার এই পিআরএসপি প্রণয়নের বিষয়টিকে নিয়ে দেশব্যাপী একটি জাতীয়ভিত্তিক গণসচেতনতা গড়ে তোলার কাজ করতে পারতো, যা ইচ্ছাকৃতভাবে করেনি। বস্তুত আমাদের দেশের প্রতিটি সরকারই এসব কাজে জনসাধারণকে সম্পৃক্ত করতে চায় না। পুরো কাজটাই করা হয় আমলাদের ওপর নির্ভর করে। পিআরএসপিতেও প্রায় একই ধরনের ঘটনা ঘটছে। সরকার আমলা, কনসালটেন্ট ও দাতাদের মুষ্টিমেয় কর্মকর্তার মাধ্যমে পুরো দলিলটি তৈরি করছে। একটি কার্যকর পিআরএসপি তৈরির জন্য সত্যিকারে যে সময় ও শ্রম দেয়া প্রয়োজন এখানে ঠিক তা দেয়া হচ্ছে না। বস্তুত এই কারণেই নাগরিক সমাজসহ সারা দেশের জনগণের ভেতরে একটি সচেতনতা তৈরি করতে কয়েকটি বেসরকারি সংগঠন ও এনজিও এগিয়ে এসেছে এবং অনেকেই তৃণমূল পর্যায়ে কাজ করছে এবং জনসাধারণকে পিআরএসপি বিষয়ে সচেতন করার কাজ করছে। এ ধরনের কাজ শেষ পর্যন্ত কতোটা ফলপ্রসূ হবে সেটা ভিন্ন প্রশ্ন। তবে বাস্তবতা হলো এ ধরনের উদ্যোগ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এতে অন্তত দেশজুড়ে একটি ব্যাপক সচেতনতা ও জনমত গঠিত হবে সেটি সরকার উপেক্ষা করতে পারবে না।

রাজনীতিবিদদের উপেক্ষা

এই মুহূর্তে দেশে রাজনীতির মাঠ গরম করার জন্য প্রধান বিরোধী দলসহ অন্যান্য রাজনৈতিক দল অনেক ইস্যু নিয়ে নেমে পড়েছে। কিন্তু এগুলোর বেশিরভাগের সঙ্গেই সাধারণ জনগণের তেমন কোনো প্রত্যক্ষ সম্পৃক্ততা নেই। আর যে বিষয়গুলো জনগণের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত সেগুলো নিয়ে রাজনৈতিক দলগুলোর আন্দোলনের সততা নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে। তবে দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্যি কোনো রাজনৈতিক দল পিআরএসপিকে নিয়ে কোনো ধরনের কোনো আন্দোলন কর্মসূচি দিচ্ছে না, এটি নিয়ে কোনো কথা বলছে না। বাজেটের সময় ট্যাক্স বাড়ানো নিয়ে এরা সরকারের তীব্র সমালোচনা করেছে, অর্থমন্ত্রীকে ধুয়ে ফেলেছে। আর পিআরএসপির মাধ্যমে আগামী ১৫ বছরের বাজেট তৈরি হয়ে যাচ্ছে সে দিকে কারো কোনো ভ্রূক্ষেপ নেই। রাজনৈতিক দলগুলোর এ ধরনের অনীহামূলক মনোভাব কার্যত বেসরকারি পর্যায়ের উদ্যোগগুলোকে ব্যর্থতার দিকে ঠেলে দিতে পারে। কারণ বেসরকারি ও এনজিওদের মাধ্যমে সংগঠিত জনমতকে সরকারের ওপর একটি চাপে পরিণত করা সম্ভব হবে তখনই, যখন রাজনৈতিক দলগুলো বিশেষত প্রধান রাজনৈতিক দল এই জনমতকে ধারণ করে একটি কার্যকর ও ইতিবাচক আন্দোলন গড়ে তুলবে। কিন্তু রাজনৈতিক দলগুলোর বিশেষত প্রধান বিরোধী দল আওয়ামী লীগের পিআরএসপির বিষয়ে নিশ্চুপ ভূমিকা দেখে মনে হচ্ছে, তারাও বিশ্বব্যাংকের সঙ্গে সম্পর্ক খারাপ করতে চায় না, কোনো প্রকাশ্য বিরোধে জড়িয়ে পড়তে চায় না। আর এতেই জনগণের প্রতি দেশের প্রতি রাজনীতিবিদদের প্রতিশ্রুতির মিথ্যা ও প্রতারণামূলক দিকটি বেরিয়ে আসে। রাজনৈতিক নেতারা প্রায় কেউই পিআরএসপির বিষয়ে সেভাবে জানেন না, জানতে আগ্রহী নন। জাতীয় সংসদের মাননীয় সাংসদরাও পিআরএসপির বিষয়ে কম বেশি অজ্ঞাত। ফলে জনপ্রতিনিধি হয়েও জনগণের সবচে' গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে তারা কোনো উচ্চবাচ্য করছেন না। জাতীয় সংসদে এখন পর্যন্ত পিআরএসপি নিয়ে কোনো কথা হয়নি, কেউ কোনো কিছু জানতেও চাননি। অর্থমন্ত্রীও এ বিষয়ে কিছু বলেননি। ফলে এক ধরনের লুকোচুরি খেলা হচ্ছে। রাজনীতিবিদদের এই দৈন্য আমাদের দারিদ্র্য কোনোভাবেই কমাতে পারবে না, তা সম্ভবও নয়।

রাজনীতিকরা যা বলেন

পিআরএসপি নিয়ে রাজনীতিবিদদের চিন্তাভাবনা সম্পর্কে জানতে চাওয়া হয়েছিলো দেশের শীর্ষস্থানীয় তিনজন রাজনীতিবিদের কাছে। কিন্তু তাদের বক্তব্য হতাশাই

বাড়িয়েছে। আওয়ামী লীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য ও সাবেক বাণিজ্যমন্ত্রী আব্দুল জলিল পিআরএসপি প্রসঙ্গে ২০০০ কে বলেন, 'আমি জানি না তাদের কৌশলপত্রে কি আছে তারা দারিদ্র্য বিমোচন নামে কি করছে? দেশে তো তারা নিজেরাই লুটপাটের রাজত্ব কায়েম করেছে। তাদের কৌশল হচ্ছে বৈদেশিক সাহায্য এনে নিজেরাই কুক্ষিগত করা। জনগণের নয় নিজেদের ভাগ্য পরিবর্তন করা।' তিনি আরো বলেন, 'বিদেশ থেকে দরিদ্র মানুষের জন্য টাকা এনে সরকার যদি জনগণের জন্য খরচ না করে নিজেরা ভাগবাটোয়ারা করে, তাহলে অবশ্যই আমরা আন্দোলন করবো। দারিদ্র্য বিমোচনের কৌশলপত্র একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কৌশলপত্র আলোচনার মাধ্যমেই গ্রহণ করতে হবে।' পিআরএসপি প্রসঙ্গে জাতীয় পার্টির একাংশের চেয়ারম্যান আনোয়ার হোসেন মঞ্জু ২০০০কে বলেন, 'ধনী দেশগুলো আমাদের দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য অর্থ দিয়ে থাকে। তারা জানতে চায় এ অর্থ কিভাবে খরচ হবে। নারী, শিশু, শিক্ষা উন্নয়নে ব্যয় হবে কি না। বর্তমান সরকার একটি খসড়া কৌশলপত্র প্রণয়ন করেছে। অথচ পনের বছর মেয়াদি এ কৌশলপত্র প্রণয়নে রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে আলোচনা করেনি।' আলোচনার মাধ্যমে কৌশলপত্র গ্রহণ করার প্রয়োজন হয় কি? এ প্রশ্নের জবাবে আনোয়ার হোসেন মঞ্জু ২০০০কে বলেন, 'আসলে আলোচনা করে পিআরএসপি প্রণয়ন করতে হবে এমন কথা নয়। গত সরকারের আমলে প্রক্রিয়াটি শুরু হয়েছিলো। তবে এ কথা সত্য সবার সঙ্গে আলোচনা করে কৌশলপত্র প্রণয়ন করলে ভালো হতো'। কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক মোজাহিদুল ইসলাম সেলিম দারিদ্র্য হ্রাসের কৌশলপত্র পিআরএসপি প্রসঙ্গে বলেন, 'বিশ্বব্যাংকের প্রেসক্রিপশনে একটি দারিদ্র্য বিমোচনের কৌশলপত্র প্রণয়ন সরকার করেছে। এতে দারিদ্র্য বিমোচন হবে না। দারিদ্র্য বিমোচন করতে হলে প্রয়োজন দারিদ্র্যের মূল উৎপাটন। সমাজের আমূল পরিবর্তন। দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য সৎ রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রবর্তন করতে হবে। আসলে দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য আমাদের সত্যিকারভাবে আন্তরিক হতে হবে। তাহলে বিশ্বব্যাংক, আইএমএফের উপদেশের প্রয়োজন হবে না'।

'তাদের কৌশল হচ্ছে বৈদেশিক সাহায্য এনে নিজেরাই কুক্ষিগত করা। জনগণের নয় নিজেদের ভাগ্য পরিবর্তন করা'

আব্দুল জলিল

প্রেসিডিয়াম সদস্য, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ

দেখা যাচ্ছে বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলো আইপিআরএসপি প্রণয়নে তাদের সঙ্গে আলোচনা না করার জন্য সরকারকে দোষারোপ করেছে। অথচ তারা কেন নিজেরা এ নিয়ে জনমত গঠন করছে না, আন্দোলন গড়ে তুলছে না এ প্রশ্নের কোনো সদুত্তর তারা দিতে পারেননি। আসলে পিআরএসপির বিষয়টি সম্পর্কে না জানলে বলবেন কিভাবে? সেই জানার বিষয়েও তাদের কোনো আগ্রহ আছে বলে মনে হয় না।

বেসরকারি উদ্যোগ

সাম্প্রতিক সময়ের বহুল আলোচিত দারিদ্র্য হ্রাসকরণ কৌশলপত্র বা পিআরএসপি নিয়ে বেসরকারি পর্যায়ে প্রথম কাজ শুরু করে অ্যাকশন এইড বাংলাদেশ। পরবর্তীতে এগিয়ে আসে পিপলস এমপাওয়ারমেন্ট ট্রাস্ট বা পিইটি, সুশাসনের জন্য প্রচারাভিযান (সুপ্র) এবং বাংলাদেশ উন্নয়ন পরিষদ (বিইউপি)। বর্তমানে এই প্রতিষ্ঠান তিনটি একটি কার্যকর পিআরএসপি প্রণয়নের লক্ষ্যে দেশব্যাপী একযোগে কাজ চালিয়ে যাচ্ছে।

পনের বছর মেয়াদি এ কৌশলপত্র প্রণয়নে রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে আলোচনা করেনি'

আনোয়া হোসেন মঞ্জু

চেয়ারম্যান, জাতীয় পার্টি (মঞ্জু)

বাংলাদেশের জন্য পিআরএসপি তৈরির তাগিদটা আসে গত ২০০০ সালে অনুষ্ঠিত প্যারিস কনসোর্টিয়ামের বৈঠক থেকে। এতে বলা হয়, বিশ্বব্যাংকের আইডিএ ঋণ ও আইএমএফ-এর পিআরজিএফ ঋণ পেতে হলে ২০০২ সালের জুলাইয়ের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি পিআরএসপি প্রণয়ন করতে হবে এবং ঐ বছর সেপ্টেম্বরে অনুষ্ঠিতব্য বিশ্বব্যাংক আইএমএফ-এর বোর্ড অব ডিরেক্টরস থেকে তা অনুমোদন করিয়ে নিতে হবে। পিআরএসপি প্রণয়নে বিশ্বব্যাংক একটি মৌল নীতিমালা বেঁধে দেয় যার মধ্যে বলা হয়েছে পিআরএসপি হতে হবে দেশীয় উদ্যোগে তৈরি, ফলাফলমুখী, সমন্বিত বা সামগ্রিক, উন্নয়ন সহযোগীদের সঙ্গে সমন্বিত এবং দীর্ঘমেয়াদি।

বাংলাদেশ সরকার বিশ্ব-ব্যাংকের গাইড লাইন অনুযায়ী পিআরএসপি তৈরির জন্য ২০০১ সালের জানুয়ারিতে উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন একটি টাস্কফোর্স গঠন করে। অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের (ইআরডি) গঠিত এই টাস্কফোর্স মূলত ইআরডির তত্ত্বাবধানে কাজ করে এবং এ বছর এপ্রিলে ইআরডি একটি খসড়া কৌশলপত্র প্রণয়ন করে তা প্রকাশ করে।

পিআরএসপির মৌল নীতিমালায় এটি দেশীয় উদ্যোগে তৈরির কথা বলা হলেও বাস্তবে তা তৈরি হয় দাতাদের নির্দেশনায়। ফলে তা দেশনির্ভর না হয়ে, হয়ে পড়ে দাতানির্ভর। অপরদিকে পিআরএসপির মতো একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ দলিল প্রণয়নে দেশের ব্যাপক নাগরিক সমাজের কোনো মতামত বা ভূমিকা রাখার সুযোগই রাখা হয়নি এ দলিল প্রণয়নের প্রক্রিয়ায়। এতে নাগরিক সমাজ বা উন্নয়ন সংশিষ্টদের অংশগ্রহণের কথা বাদ দিলেও সরকারের উন্নয়ন সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয় ও বিভাগেরও কোনো সংশ্লিষ্টতা এতে দেখা যায়নি।

এ প্রেক্ষাপটে পিআরএসপি প্রশ্নে এগিয়ে আসে অ্যাকশন এইড বাংলাদেশ। পিআরএসপি প্রণয়নের প্রক্রিয়াটি গণতান্ত্রিকভাবে সম্পন্ন না হয়ে ওপর থেকে একটি ফরমায়েশি দলিল চাপিয়ে দেয়া হলে এর বিষয়বস্তু দারিদ্র্য-ঘনিষ্ঠ হবে না, দারিদ্র্য বিমোচন তো পরের কথা, দারিদ্র্য হ্রাসেও কোনো কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে না। গত বছর জুলাইয়ে অ্যাকশন এইড পিআরএসপি প্রণয়নে দেশের জনগণের মতামতকে সম্পৃক্ত করার ব্যাপক উদ্যোগ গ্রহণ করে। অর্থনীতিবিদ, শিক্ষাবিদ, সাংবাদিক, সাংসদ, শিল্পপতি, আমলাসহ এনজিওদেরকে যেন এই জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ দলিল প্রণয়নে সম্পৃক্ত করা যায় সেজন্য ব্যাপক উদ্যোগ গ্রহণ করে। এক্ষেত্রে প্রথম যে বিষয়টির ওপর জোর দেয়া হয় তা হচ্ছে পিআরএসপি প্রণয়নে বিশ্বব্যাংক-এর বেঁধে দেয়া সময় সীমা বাড়ানোর ওপর। ২০০২ সালের জুলাইয়ের মধ্যে পিআরএসপি প্রণয়ন বাধ্যতামূলক করার বিশ্বব্যাংকের চাপকে অযৌক্তিক আখ্যায়িত করে তা যৌক্তিক সময় পর্যন্ত বাড়ানোর পক্ষে দেশব্যাপী ব্যাপক প্রচারণা

চালানো হয়। রাজধানীসহ সারা দেশে মতবিনিময় সভা, সেমিনার ইত্যাদি অনুষ্ঠান, জাতীয় ও আঞ্চলিক পত্র-পত্রিকায় প্রবন্ধ, নিবন্ধ, প্রতিবেদন প্রকাশের পাশাপাশি ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ায় পিআরএসপি ইস্যুতে টক শো প্রচার করা হয়। ফলে এক পর্যায়ে সরকার পিআরএসপি প্রণয়নের সময়সীমা ২০০৪ সালের মার্চ পর্যন্ত বৃদ্ধির ঘোষণা দেয়।

এই প্রচারণা কর্মপ্রক্রিয়ায় অংশীদার হিসেবে বর্তমানে কাজ করছে পিপলস এমপাওয়ারমেন্ট ট্রাস্ট (পিইটি), সুশাসনের জন্য প্রচারাভিযান (সুপ্র) ও বাংলাদেশ উন্নয়ন পরিষদ (বিইউপি)। এ পর্যায়ে তিনটি বিষয়ের ওপর আলাদা আলাদাভাবে পিআরএসপির ওপর কাজ চালাচ্ছে সংগঠনগুলো। পূর্ণাঙ্গ পিআরএসপি প্রণয়নের বিষয়টি মনিটরিং করছে অ্যাকশন এইড নিজে। পিআরএসপি প্রণয়নে সরকার যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ করছে কি না সে দিকে নজর রাখা হচ্ছে মনিটরিংয়ের প্রধান কাজ। অপরদিকে, পিআরএসপির বিষয়বস্তুকে প্রকৃতই ফলাফলমুখী ও সুসমন্বিত করে তোলার বিষয়টি নিয়ে কাজ করছে সুপ্র ও পিইটি। আর পিআরএসপির সামষ্টিক অর্থনৈতিক কর্মকাঠামো নিয়ে কাজ করছে বিইউপি। পিআরএসপি নিয়ে কাজ করা প্রসঙ্গে পিপলস এমপাওয়ারমেন্ট ট্রাস্ট (পিইটি)-এর চেয়ারম্যান এমএম আকাশ বলেন, 'পিআরএসপির পুরো প্রক্রিয়াটি হয়েছে বিদেশী দাতাদের কাছ থেকে সহজ শর্তে ঋণ নেয়ার উদ্দেশ্যে। টাকা পেলে সাইফুর রহমান পিআরএসপি গিলবেন আর না পেলে বিপ্লবী সাজবেন।' তিনি বলেন, 'আমরা জনগণের ক্ষমতায়নে বিশ্বাস করি। এই পিআরএসপিতে জনগণের নয়, বিদেশী দাতা গোষ্ঠীর ক্ষমতায়ন হবে। আমরা জাতীয় স্বার্থে পিআরএসপি নিয়ে কাজ করছি।' তিনি জানান, পিইটির উদ্দেশ্য হলো জনগণকে সচেতন করা। এছাড়া সরকার দাতাগোষ্ঠীর মন মতো যে পিআরএসপি তৈরি করছে তাতে জনগণের তথা দেশের মানুষের স্বার্থ বিরোধী যেসব কথা বলা হয়েছে এবং এর ফলে যে ক্ষতি সাধন হবে সে আশঙ্কাগুলো জনগণকে জানানো।

পিআরএসপি নিয়ে পিইটির কার্যক্রমের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করে তিনি বলেন, 'আমরা ব্যাপক সাড়া পাচ্ছি। আমরা কৃষক ক্ষেতমজুর সমিতি, শ্রমিক ঐক্য পরিষদ (স্কপ)-এর সঙ্গে আলোচনা করেছি। পরবর্তীতে আদিবাসী, পরিবেশ আন্দোলন, শিক্ষক-ছাত্র এবং শেষ পর্যায়ে সংসদ সদস্যদের নিয়ে আলোচনায় বসবো।'

সুশাসনের জন্য প্রচারাভিযান (সুপ্র) মহাসচিব রেজাউল করিম পিআরএসপি নিয়ে তাদের কার্যক্রম প্রসঙ্গে বলেন, আমরা পিআরএসপিতে কি আছে এবং কি নেই তা জনগণকে জানানোর চেষ্টা করছি। এ পর্যন্ত ৩৫টি জেলায় আমরা কাজ করেছি, আরও ৭টি জেলায় কাজ করতে হবে। জেলাগুলোর কর্মকান্ডে সেখানকার তৃণমূল পর্যায়ের সরকারি কর্মকর্তারাও যোগ দিয়েছে। তিনি জানান, রাজনৈতিক নেতাদের পিআরএসপি নিয়ে কমিটমেন্ট খুবই দুর্বল। এদের কোনো সংশ্লিষ্টতা নেই। তাদের কেউ কোনো কথা বলছে না। তিনি অভিযোগ করেন, এতো বড় একটি কাজ হচ্ছে কিন্তু জাতীয় সংসদে এ নিয়ে কোনো আলোচনা হয়নি। আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি হচ্ছে মাস্তানিজমের জন্য, আর এর ফলে পজিটিভ উন্নয়নগুলো নেগেটিভ হয়েছে। তিনি দুঃখ করে বলেন, 'এতো বড় একটি কন্ডিশনাল ডকুমেন্ট হয়ে যাচ্ছে অথচ মিডিয়াগুলো কোনো কথা বলছে না। আসলে আমরা একটা পরিকল্পনাবিমুখ জাতি।'

পিআরএসপির বিষয়বস্তু নিয়ে রাজনৈতিক দলসমূহ, শ্রমিক সংগঠন, কৃষক ক্ষেতমজুর সংগঠন, ছাত্র শিক্ষক বুদ্ধিজীবী সংগঠন, পরিবেশ সংগঠন, আদিবাসী সংগঠন প্রভৃতি বিভিন্ন শ্রেণী-পেশার মানুষের মতামতকে সংগঠিত করার কাজটি করছে পিইটি। ইতিমধ্যে পিইটি কৃষক ক্ষেতমজুর সংগঠন ও শ্রমিক সংগঠনের সঙ্গে অনেকগুলো মত বিনিময় সম্পন্ন করেছে।

অপরদিকে, ৪২টি জেলায় স্থানীয় সাংসদ, রাজনীতিবিদ, সরকারি কর্মকর্তা এবং তৃণমূল পর্যায়ে কর্মরত এনজিওদের বক্তব্যসহ দরিদ্র জনসাধারণের মতামত গড়ে তোলার কাজে নিয়োজিত রয়েছে সুপ্র। দুটি সংগঠনের কাজই ধীরে ধীরে এ বিষয়ে জনগণকে সচেতন করে তোলায় সহায়ক হচ্ছে। এদের পাশাপাশি দেশের বিভিন্ন স্থানে এখন জনমত গঠনেরও কাজ চলছে।

■ পিআরএসপি বিষয়ক ধারাবাহিক প্রতিবেদনগুলো **অ্যাকশন এইড বাংলাদেশ** ও **সাপ্তাহিক ২০০০**-এর একটি যৌথ উদ্যোগ

পিআরএসপি জরিপ

সরকার একটি দারিদ্র্য বিমোচন কৌশলপত্র (পিআরএসপি) প্রণয়নের কাজ করছে। দাবি করা হচ্ছে, এটি দেশের মানুষের সঙ্গে আলোচনা-পরামর্শ করে চূড়ান্ত করা হবে। বাস্তবে অবস্থাটা ভিন্ন। সবকিছুই হচ্ছে মূলত দাতাদের নির্দেশে আর আমলাদের নিয়ন্ত্রণে। এই প্রেক্ষিতে পিআরএসপি সম্পর্কে জনসাধারণের সম্যক ধারণার একটি চালচিত্র তুলে আনতে সাপ্তাহিক ২০০০ এই জরিপের আয়োজন করেছে। আপনার অংশগ্রহণ আমাদেরকে ধারণা দেবে সরকার কর্তৃক গৃহীত দারিদ্র বিমোচন কৌশলপত্র সম্পর্কে জনমত কেমন।

উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন দিন

১। আপনি কী পিআরএসপি সম্পর্কে কিছু জানেন?
☐ হ্যাঁ ☐ না

২। আপনি কি মনে করেন সরকার দারিদ্র্য বিমোচনের বিষয়ে সত্যিই আন্তরিক?
☐ হ্যাঁ ☐ না

৩। আপনি কি মনে করেন আগের সরকারগুলোর মতো দারিদ্র্য বিমোচন কৌশলপত্র সরকারের একটি রাজনৈতিক কৌশল মাত্র?
☐ হ্যাঁ ☐ না

৪। আপনি কি মনে করেন বিশ্বব্যাংক ও আইএমএফের পরামর্শ অনুযায়ী বাংলাদেশের দারিদ্র্য কমবে?
☐ হ্যাঁ ☐ না

উত্তর পাঠানোর শেষ সময় : ৩০ আগস্ট

উত্তর পাঠানোর ঠিকানা : পিআরএসপি জরিপ, **সাপ্তাহিক ২০০০**, ৯৬/৯৭ নিউ ইস্কাটন, ঢাকা-১০০০